# Radhachura

Gargi Bhattacharya

******

COPYRIGHTED MATERIAL

# রাধাচূড়া

ছোট গল্প সংকলন

গার্গী ভট্টাচার্য

# রূপসী রাধাচূড়াকে (গাছ ).....

# হনন

**আজকাল মুসলিম দেখলেই লোকে ভয় পেয়ে যায় ।**

কাজেই বিদেশে, অফিসের মুসলিম সহকর্মীর সাথে লোকে একটু দূরত্ব রেখে চলে বিশেষ করে সে যদি পাকিস্তানের হয় !

আমাদের দেশের মেয়ে সোমা, সোমা মিত্র একজন ডিজাইন কর্মী । বিদেশে একাকী থাকে । সোসাল লাইফ প্রায় জিরোতে ।

চাকরি করে সময় পায়না তার ওপর এখানে সমস্ত কাজ নিজেকেই করতে হয় । নেহাতই ধনী নাহলে কেউ বাড়িতে চাকর রাখেনা ।সোমা মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে কাজেই সব কাজ নিজেই করে ।অফিসের মুসলিম সহকর্মীর সাথে হাই হ্যাল্লো পর্যন্তই । এর বেশি মেলামেশা করা কিংবা খেজুড়ে আলাপ তার একেবারেই না পসন্দ !

ভারতে থাকতে ইচ্ছে ছিলো প্রথম বিশ্বের নাগরিক হবার , সেখানে বসবাস করার । কিন্তু এখানে এসে ডিজাইন নিয়ে পড়াশোনা করে -সরকারি দপ্তরে একজন স্ট্যাম্প ডিজাইন কর্মী রূপে কাজ করলেও সোসাল লাইফ একদম শুন্যতে । তার কারণ এখানে ওর কোনো আত্মীয়স্বজন নেই আর অফিসে ও

একমাত্র ভারতীয় । পাকিস্তানের কিছু মানুষ আছে কিন্তু ও তাদের সাথে মেলামেশা করেনা । যদি তাদের মধ্যে কেউ উগ্রসংস্থার সাথে জড়িত থাকে !

**ও শিল্পী মানুষ তো তাই ওর বাসাটা খুব সুন্দর জায়গাতে ।**

হাল্কা ইউক্যালিপ্টাস্ বনের একদম মধ্যখানে ওর বাড়ি বা কটেজ । চারদিকে বারান্দা । দিনের বেলায় কাজে থাকে । বিকেলে ও ভোরে বারান্দায় বসে কফি/চা পান করতে করতে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে । অজানা পাখির ডাক , বন্য পশুর চীৎকার আর বুনো ঝর্ণার কলকল শব্দের স্পর্শে কাটে ওর প্রতিটি দিন । একাকীত্ব গ্রাস করে রাতে । বলা ভালো সন্ধ্যার পরেই ।

শীতকালে ফায়ারপ্লেসে কাঠ দিতে দিতে নানান বই পড়ে ।

ছুটির দিনে বিভিন্ন পদ রান্না করে । এইভাবেই নির্জন জীবন যাপন করে ।

কিছু দূরে থাকে এক শিকারি । তাকে দ্যাখে । লোকটি সাহেব নয় । বাদামী রং । কালো নয় । মুখে দাঁড়ি , গোঁফ ।

লম্বা গড়ণ । কোনো কথা নেই । চুপচাপ একদম ।

এই বনবাসরে, একা এক নারীকে দেখেও কোনো কৌতুহল নেই তার । মেন লাভ উইমেন , দে হেট স্নেক্স্ এটা এতদিন জানতো কিন্তু এখন দেখছে এর উল্টো ।

একদিন যেচেই আলাপ করলো সোমা । লোকটির নাম সোমদত্ত সেন । শিকারি । ফিজিতে থাকতো । আদতে ভারতের মানুষ ।

এখন বনে জঙ্গলেই থাকে ।  ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব বাড়ে । জানা যায় ওর বাবা আসলে মুসলিম । মা হিন্দু । দুজনের বিয়ে সম্ভব হয়নি । বাবা অন্য মেয়েকে বিয়ে করেন পরিবারের ইচ্ছায় । পরে ওর জন্মদাতার স্ত্রী, মুসলিম মা ওকে দত্তক নেন । সমাজের কটূভাষণে ঘায়েল হয়ে  গর্ভধারিণী, হিন্দু মা ততদিনে মৃতা ।

**সোমদত্তর মা এখন থেকে সায়রা বেগম ।** শিকার থেকে ছুটি নিয়ে ফিজিতে যায় মাঝে মাঝে । বাবা যতদিন ছিলেন প্রায়ই যেতো । এখন কম যায় । সমাজের বাইরেই ভালো আছে । নিজের মায়ের কথা মনে হয় সবসময় তাই নিজেও একা বনে থাকে ।

নামেও হিন্দুত্ব বজায় রেখেছে গর্ভধারিণীর জন্যই ! উনি সেন ।

বলে ::: পশুরা মানুষের থেকে ঢের ভালো ।

একবার এক সিংহ শাবককে এক পোচারের হাত থেকে বাঁচায় । শাবকটি ঘায়েল হয়ে,  অসম্ভব জখম নিয়ে , শুয়ে কাঁতরাচ্ছিলো ।  সোমদত্ত তাকে বাঁচায় ,  সেবাশুশ্রুষা করে ।

বড় হবার পরেও,  সে নাকি নিয়মিত এসে সোমদত্তর সাথে দেখা করে যায় এই বনেই ।

এইসব চমৎকার পশুকাহিনী ও মানুষের হিংস্রতার কাহিনী শুনে সময় কাটায় সোমা । **সন্ধ্যার পর আর একা লাগে না ।**

--সোমা জল্‌দি চা করো , অথবা চট্‌ করে এক কাপ কফি বানাও দেখি, বেগুনি হবে নাকি আজ ? আমি টাট্‌কা বেগুন কিনে এনেছি ফার্মাস মার্কেট থেকে ! সোমদত্তর মেঘের মতন গলার স্বর শুনে নীরব বনবনান্তর কেঁপে ওঠে!

**সামাজিক হয়ে ওঠে সোমা !**

ওরা বন্ধুত্ব করে ; পথপাশ থেকে তোলা একটি ঝাউপাতা নিয়ে -তাতে দুজনের কাল্পনিক নাম লিখে, বাতাস কলম দিয়ে ।

আগে সূর্য ডুবলে বড় একা লাগতো । আজকাল সন্ধ্যার জন্য মুখিয়ে থাকে । শিকারের গল্প, শিকারির গল্প সব শুনতে পাবে যে !

মুসলিম স্পর্শে ওর লোনলি জীবন ভরে ওঠে রং মশালের আলোতে । ও জানতে পারলো যে ফিজিতে-ওদের বাসায়, ওরা গরু খায়না । গরুর পুজো করে কারণ গরু অনেক উপকার করে আমাদের দুধ দিয়ে, হাল টেনে , গাড়ি টেনে । উপকার করছে অনেকদিন ধরে । পাকিস্তানে নাকি মিঠি নামক এক মিঠি মিঠি গ্রামে, মুসলিম মানুষ গরু জবাই করেনা । হিন্দু মুসলিম মিলে মিশে থাকে । **সোমার জীবনও এই মানুষটির স্পর্শে আশ্চর্য ভাবে বদলে গেলো । মুসলিম দেখলে আর ভয় পায়না ।** ভারতে, কিছু রাজনৈতিক দল যা শুরু করেছে তাতে করে ভারতও আস্তে আস্তে পাকিস্তানের মতন ভয়াল দেশ হয়ে উঠতে পারে বলে সোমদত্ত জানালো । সোমদত্তর পরশ মায়াময় , মুসলিম নয় মসলিন কাপড়ের মতন । মনের বিভিন্ন গন্ডী যার ছোঁয়ায় ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গেছে । ওর সঙ্গ ভালোলাগে । সোমদত্ত, সোমাকে মানুষী করে । স্পন্দন ভরে ওর চেতনায় । যা কেবল লাব্‌ডুব্‌ লাব্‌ডুব শব্দ নয় , জীবন আকাশে রামধনু

সৃষ্টি করে -- হনন করেছে সোমদত্ত , তার একাকীত্বের বিষাদকেও । মৃত আজ নীরবতা , কথা ঝরছে বল্কলে , ভীষণ শুন্য এই নীলাঞ্জন বনান্তে ।

# পাভলি

পাভলি একটি ছোট্ট স্টেশান । ধূ ধূ অঞ্চলে কিছু গ্রাম আর এই স্টেশান । মাত্র দুটি ট্রেন যায় এখান দিয়ে । একটি মালগাড়ি , সকালে আর রাতে একটি যাত্রীবাহী ট্রেন ।

তবে বেশিরভাগ সময়ই যাত্রীবাহী রেলগাড়ি ফাঁকা যায় ।

কেন যে রেল কোম্পানি এই ট্রেন স্টেশানটি রেখেছে এখানে কে জানে ! তার কারণ মালগাড়িটি অন্য রাস্তা দিয়েও চলে যেতে পারে । সে যাইহোক্ এখানে এক স্টেশান মাস্টার কাজ করে যার আদিবাড়ি বাংলার দক্ষিণে । ভদ্রলোক অনেক পড়াশোনা শিখে এইদেশে আসে কিন্তু কৈশোর থেকেই ওর স্বপ্ন ছিলো একটি ছোট্ট স্টেশানে , স্টেশান মাস্টার হয়ে কাজ করার ।

দেশে ; পরিবারের চাপে লেখাপড়া শিখতেই হয় কিন্তু বিদেশে এসে পেশা বদলে ফেলে ।

**এই ছোট্ট স্টেশানটায় রাতে গ্যাসবাতি জ্বলে ।**

মানুষটির নাম ভানু আইচ । আইচ বিয়ে করেনি । চাকরি, পুঁথি পড়া আর ঘরের কাজ করেই দিন কাটায় । দেশেও যায়না কারণ ওখানে কেউ নেই এখন । বাবা ও মা স্বর্গে গেছে । ভাইবোন যে যার নিজের জীবন নিয়ে ব্যস্ত !

মাঝে মাঝে এই রুট দিয়ে কিছু ট্রাক্ যায় । রেল লাইনের পাশেই রাস্তা । গ্রাম থেকে এসে একটি পাঞ্জাবী পরিবার এখানে একটি ধাবা খুলেছে । সেখানে ট্রাক ড্রাইভারেরা অনেকেই বিশ্রাম নেয় । ধাবায় বিরিয়ানি পাওয়া যায় । সেই লোভেও আসে অনেকে । তবে গ্রামের লোক এদিকে আসেনা বড় একটা ! তাদের মধ্যে বেশিরভাগই সাহেব ।

এরকমই এক ট্রাক ড্রাইভার দিলদার সিং । সে ভানুর বন্ধু হয়ে উঠেছে । ঘটিবাটি বিক্রি করে এখানে এসেছে । এখন ট্রাক চালায় ।

রাতের ট্রেনটা চলে গেলে ভানু আর দিলদার গল্প করতে বসে ।

ভানু ওয়াইন আর ভালোমন্দ খানা সাজিয়ে বসে । দিলদার ঘুমন্ত চোখে চায় ! ক্লান্ত হলেও মদ খেয়ে ঢলে পড়েনা । অনবরত গল্প করে । ওর ভান্ডারে অনেক গল্প থাকলেও- ও একটাই গল্প শোনায় ভানুকে । ওর স্ত্রীকে, ওরই আপন পিতা কী করে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে মারলো । ওর বৌ ছিলো জাঠ্ । তাই ওর বাবা প্রথম থেকেই আপত্তি করেছিলো । শেষকালে দিলদারের জেদের কাছে লোকটি নুইয়ে পড়ে । পরবর্ত্তী কালে বৌকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে । তার আগে অবশ্যই সারা গ্রামে তাকে নগ্ন করে ঘোরায় । এই ঘটনার পরে দিলদার বিদেশে চলে

আসে । ট্রাক চালায় । আর এই একই গল্প বলে যায় নিয়মিত ভানুকে ।

**সূর্য ডোবা রাতে , একই গল্প শুনে শুনে, ভানু আইচ একটুও বিরক্ত হয়না এটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের !**

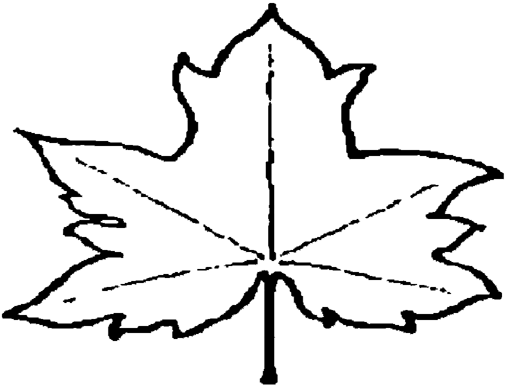

# সবুজ গুহা

সবুজ গুহার আসল নাম সবুজ শাখা গুহ । পেশায় শিক্ষক এই মানুষটি একটু প্রাচীন পন্থী । ছাত্রদের মধ্যে অসম্ভব জনপ্রিয় সবুজ একা থাকে । স্ত্রী দেশে ফিরে গেছে আর একমাত্র পুত্র এশিয়াতে মারা গেছে। যুদ্ধে গিয়ে। সৈনিক ছিলো।

সবুজের পড়শী মিসেস কালাহান্ আর তার মেয়ে রোজালিন্ডা, পাশের সুবিশাল বাগান-বাড়িতে বহুদিন ধরেই আছে । রোজ মানে মেয়ে, বিয়ে করেছিলো এক এশিয়ানকে । বিচ্ছেদ হয়ে গেছে কারণ লোকটি অসম্ভব কন্ট্রোল ফ্রিক্ । তার ধারণা সেই সবকিছু বেশি বোঝে এবং উত্তম তার বিচার ব্যবস্থা।

--আমাদের দেশে মেয়েদেরকে এইভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়না যে তারা পুরুষদের চেয়ে কোনো অংশে কম কিছু । রোজ বলেছিলো সবুজকে । কালাহান্ পরিবারের ধারণা- এশিয়ান মানেই উজবুক ও স্বেচ্ছাচারী ।মেয়েদের ওরা পোষ্য মনে করে ।

**সবুজশাখা গুহও এই ধারণা বদলাবার চেষ্টা করেনি ।**

একটি অপরূপ, লাল ফুলের গাছ ওদের বাগান থেকে সবুজের ব্যাড়ার পাশে ঝুঁকে ছিলো । বসন্ত আসছে কিনা , শীতের পদধ্বনি -সবকিছু ঐ গাছের সাজসজ্জা দেখলেই বোঝা যেতো ।

বড় বড়, থোকা থোকা লাল ফুলে ছেয়ে যেতো- বছরের অর্ধেক সময় । অন্যসময় সবুজ সবুজ , কচি ও সতেজ পাতা মনে রং লাগাতো **।যৌবনের কলি ফুটে উঠতো লাল রঙা এই বৃক্ষের দিকে চাইলে ।** মন মহুয়ায় ব্যাঘাত ঘটলো, ঝড়ে গাছটি একদিন মাটিতে লুটিয়ে পড়ায় ।

কালাহান্ গিন্নী এলেন দুপুরে । সবুজ শাখা এখন নাইট কলেজে পড়ায় তাই দুপুরে বাড়িতেই থাকে । মহিলা বলে গেলেন যে কম্পান্সেশানের অর্থ উনি দিয়ে যাবেন । কত টাকা চাই সেটা যেন সবুজ গুহা ফোনে বলে দেয় ।

ওদের বাড়ি বড় হলেও চাকুরে বলতে ঐ মেয়ে । মহিলা অনেক বয়স্ক । মেয়েটি একটি তালাচাবির দোকানে কাজ করে । মাইনে সেরকম কিছু নয় । টেনেটুনে চালায় । তাই সবুজ বলে ওঠে :: কারো তো ক্ষতি হয়নি, না আমার না আমার পোষ্য পশুদের । কাজেই অর্থ দাবী করা বাতুলতাই হবে । এত সুন্দর গাছটা

ঝড়ে পড়ে গেলো- এতেই আমার খুব দু:খ হয়েছে । আর এসব মনে করতে চাইনা । অন্য গাছ লাগিয়ে দেবো খন ।

ভদ্রমহিলা নাছোড়বান্দা । টাকা না দিলে হয়ত লোকেরা মন্দ বলবে । যে রেসিস্ট তাই এশিয়ানকে ঠকিয়ে দিলো । ইত্যাদি ।

তখন সবুজ গুহা বলে যে তুমি না হয় আমাকে এককাপ কফি বানিয়ে খাইয়ে দিও তাহলেই হবে ।

মিসেস কালাহান্ প্রায় চেয়ার থেকে পড়ে যান্ !

--তুমি এর জন্য কোনো টাকা নেবেনা ? সত্যি বলছো ? রিয়েলি ? চোখ জোড়া বিস্ময় ।

সবুজশাখা গুহ হেসে ওঠে !

এরপর থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় মিসেস কালাহান্ আর রোজের সাথে, সবুজকে কফি ও বিস্কুট খেতে যেতে হতো ।

**<u>গাছ পড়েছে ; তারজন্য টাকা নেয়নি- না জানি কি মহৎ ব্যাক্তি সে !</u>**

সবুজশাখাও খুশি । গিন্নী দেশে ফিরে গেছে । কোনোদিনই বিদেশ ভালোলাগেনি । ইন্ডিয়াই নাকি ভালো ।

**সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ।**

তারপর থেকে লোনলিনেসে ভুগতো । নিজে দেশে ফিরবে না ।

ঐ ধূলো, ধোঁয়া , দুনম্বরী আর আদ্দিকেলে চিকিৎসা ব্যবস্থা কোনোটাই ওর মনের মতন নয় । কাজেই এখানেই ভালো আছে

। বোনাস হিসেবে পেলো বিশেষ কফি ও বিস্কুট । মাঝেমাঝে হলদিরামের সিঙারা আর চানাচুরও কিনে আনে মহিলা ।

এশিয়ান দোকান থেকে । সবুজ শাখার জন্য ।

একদিন চীনাবাজার থেকে চিংড়ি মাছের পাকোড়া কিনে আনলো । একদিন নারকেল নাড়ুর মতন খেতে বিস্কুট । একদিন ঝালমুড়ি -----!!!!

**ভালই আছে সবুজ শাখা গুহা । ভাগ্যিস্ লাল গাছটা ভেঙে পড়েছিলো ।**

# রামধনু

মেয়ে বলে, শৈশবেই অনাথ আশ্রমে দিয়ে এসেছিলো পরীকে-- তার বাবা । পরপর অনেকগুলি মেয়ে হওয়ায় বিরক্ত ছিলো সে । পরে পরীকে অনাথ আশ্রম থেকে তুলে নিয়ে যায় এক অন্ধ মানুষ যে সম্পর্কে ছিলো পরীর দাদা । মাসির ছেলে ।

লোকটি খুবই সেন্সিটিভ । বোনকে নিয়ে আসে এবং তার স্ত্রী লেখা সেই মেয়েকে মানুষ করে । বয়সে অনেক ছোট এই বোনকে লোকে ওর কিড্ সিস্টার বলতো ।

**নীল চোখের মেয়ে পরী বা ফেরি** বড় হয়ে, বিয়ে করার শর্ত

হিসেবে বলে যে এমন কাউকে বিয়ে করবে যে মেয়েদের ঘৃণা করেনা । অনেক পুরুষ এলেও নানান কথায় বেরিয়ে পড়ে যে তারা কেউই আদতে মেয়েদের সম্মান করেনা । মেয়েরা দূর্বল , পুরুষের পদতলে থাকার যোগ্য এসব সোজাসুজি না বললেও ফেরি দেখতে পায় যে বেশিরভাগ পুরুষ এরকমই ভাবে ।

**কাজেই শেষমেশ সে বিয়ে করে এক রামধনু গাছকে ; Rainbow Eucalyptus** --- !!

রীতিমতন সেজে গুজে ওরা বিয়ে করে । লোকে নেমতন্ন খেতেও আসে । গাছটি , রামধনুর মতন বল্কল ঝরায় বলেই হয়ত লোকে ওকে দেখতে আসে । অর্থাৎ সে ইনকাম করে ।

বেকার নয় । কাজেই লোকে শুধালে পরী বলে :: **আমার বর মডেলিং করে । আর ওয়ার্ক ফ্রম হোম্ করতেই অভ্যস্ত !**

## Information :: Rainbow Eucalyptus–The Most Colorful Tree on Earth

These trees may look like they've been painted on, but these colors are all natural. This peculiar tree is called Eucalyptus deglupta, commonly known as the Rainbow Eucalyptus, and also known as the Mindanao Gum, or the Rainbow Gum. The multi-coloured streaks on its trunk comes from patches of outer bark that are shed annually at different times, showing the bright-green inner bark. This then darkens and matures to give blue, purple, orange and then maroon tones.

Eucalyptus deglupta is the only Eucalyptus species found naturally in the Northern Hemisphere. It grows naturally in New Britain, New Guinea, Ceram, Sulawesi and Mindanao. Now, this tree is cultivated widely around the world, mainly for pulpwood used in making paper, and also for ornamental purposes.

http://www.amusingplanet.com/2011/10/rainbow-eucalyptusthe-most-colorful.html

# ফরহান্

সাধারণ মানুষের ফরহান্‌কে নিয়ে কোনো কৌতুহল না থাকলেও, মোহিতাকে সে মোহিত করেছে ।

আসলে মোহিতা ভীষণ ব্যস্ত এক মানুষ । চাকরি থেকে ছুটি নেওয়া কিংবা খুচরো পয়সা নিয়ে চলাফেরা করা তার পক্ষে দুটৈ অসম্ভব । সে ক্রেডিট কার্ডে অভ্যস্ত । যেখানেই যায় সেখানেই কার্ড বার করে পেমেন্ট সারে । বেশির ভাগ জায়গায় এইরকম চললেও একবার একটি দ্বীপে বেড়াতে গিয়ে বিপদে পড়ে । ওখানে অনেক দোকানে ক্রেডিট কার্ড নেয়না । ওরা এখনও প্রাচীন যুগেই বাস করছে । ঠিক সেইসয়ই ওকে সাহায্য করে ফারহান্ ।

**টাক্ মাথা , গোলগাল চেহারার পাকিস্তানি মানুষ ।**

লোকটি ব্যবসা করে । অচেনা ভারতীয় মেয়ে মোহিতাকে - সাহায্য করতে, ওর সমস্ত বিল শোধ করে দেয় মানুষটি ।

মোহিতা অবাক হয় । ফারহান্ বলে ওঠে :: আমরা দুজনেই হিন্দি বলি আর প্রতিবেশী দেশ থেকে এখানে এসেছি । আমার অনেক ভারতীয় ক্লায়েন্ট ও বন্ধু আছে । উই আর ফ্রেন্ডস্ হিয়ার । উই ডোন্ট ফাইট হিয়ার । ভয় পেয়োনা , আমি তোমার কোনো ক্ষতি করবো না ।

**মোহিতার এত বিল হয়ে গিয়েছিলো যে উপায়ও ছিলো না ।**

তবুও বলে ওঠে :: তুমি তো আমাকে চেনো না , যদি আমি তোমার টাকা ফেরৎ না দিই ?

ফারহান্ টাক্ মাথা চুলকে বলে ওঠে ::তাহলে ধরে নেবো যে আল্লাহ্, এই বান্দার কাছ থেকে এই অর্থ দাবী করছেন !

বলেই খুব জোরে হেসে ওঠে । আসলে মোহিতা প্রথমেই ওর চেহারা ও চলন বলন দেখে ওকে সন্দেহ করতে শুরু করে । পরে এই ধারণা বদলে যায় । অদেখা চিন্তা স্রোতের জন্য ভীষণ ভাবে লজ্জিত হয় - বিবেকের কাছে ।

সত্যি , আজও পাকিস্তানের দিগন্তে **মরমী কাফিলা** দেখা যায় !

# গরম ভাত

গরম ভাত খেতে কার না ভালোলাগে ? তাও আবার ঘি ও আলুভাজা, বেগুনি দিয়ে ? সারাদিন পরে, ক্লান্ত দেহে যখন গরম ভাত ও নানান সুস্বাদু খাবার সামনে আসে তখন মানুষ হয়ত বা একটু বেশি খেয়ে ফেলে !

কিন্তু আমরা এমন এক মানুষের কথা শুনবো যে পাগলের মতন গরম ভাত খায় । খেয়ে উঠেই আবার খায় । আবার খায় , আবার----আবার !

**নাহ্ ! এ কোনো গ্রহান্তরের জীব নয় । একেবারে খাঁটি বাঙালী ।**

লোকটি দুর্দান্ত পিয়ানো বাজাতো । পিয়ানিস্ট । কম্পোজারও বটে । **সবসময় বলতো :: একজন কম্পোজারের কাছে পিয়ানো হল গড্ ।** একদিন এই মানুষটির প্রতিটি রিডের মূর্চ্ছনা, হৃদয়ে হিল্লোল তুলতো । কতনা ভেঙে পড়া , হারিয়ে যাওয়া , মুষড়ে পড়া , হেরে যাওয়া মানুষকে এই বাজনদার পথ দেখিয়েছে । তারা আবার ওর সঙ্গীতের জাদুস্পর্শে , জীবনে ফিরেছে । আবার স্বপ্নগুলো সাজিয়ে নিয়ে তরী ভাসিয়েছে , সমুদ্র জীবনে ।

এই মানুষটি আজ গোগ্রাসে গরম ভাত খায় । বারবার খায় । খেয়ে উঠেই আবার খায় । প্রায় সায়াহ্নে পৌঁছে যাওয়া এই মানুষটি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা বলে যে ওর সাইকোসিস্ হয় ।

অনবরত হচ্ছে । এরকম আর কিছুদিন চললে অর্ধ থেকে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাবে ।

সারা দুনিয়া যখন ওর সঙ্গীতের জাদুস্পর্শ নিতে ব্যস্ত ঠিক তখনই দেখা যায় মানুষটি বারবার পিয়ানোর রিড্ মুছে পরিস্কার করছে । আর মাঝেমাঝে গরম ভাত খাচ্ছে , খুবলে নিচ্ছে বলা ভালো ।

ওর নাকি মনে হয় যে গরম ভাত খেয়ে ওর পেট ভরছে না তাই আকাশ থেকে বিষ্ঠা বৃষ্টি হচ্ছে । আর পিয়ানোর সমস্ত রিড্ ঐ নোংরায় ডুবে যাচ্ছে ।

---ওভার সেন্সিটিভ্ হবার এই এক সমস্যা । জীবনের কষ্ট ও দু:খ ইত্যাদি, সমস্ত কিছু উনি নিজের চেতনায় ধারণ করছেন , বুঝে অথবা না বুঝেই । সেই চাপ থেকে অবচেতন বিগড়েছে আর অবসেশান হয়ে উঠেছে পিয়ানোর রিড্ ।

**আজও মিউজিক বাজছে তবে তা আর ম্যাজিক উৎপাদন করছে না বরং সমস্ত মন তার ভরে উঠেছে নোংরা , পতিত আবর্জনায় ।**

**ওরই ভক্ত এক নারী , যাকে চূড়ান্ত বিষাদের সময় এই কম্পোজার আলো দেখিয়েছিলো- তার সুচারু মিউজিক দিয়ে, সেই ব্যাক্তি আজ দেখছে এই গীত প্রডিজির বিষাদময় করুণ অবস্থা ; যা থেকে থেকে আকাশ থেকে কেবল বিষ্ঠা- বৃষ্টি ঝরাচ্ছে ।**

# রৌদ্রছায়ায়

হঠাৎ একদিন নিজের বাড়ির ভেতরে, এক সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করে জয় সরকার । বিদেশে এসে অনেক খেটেখুটে এই বাড়ি কিনেছিলো । কতনা আজব কাজ করতে হয়েছে তাকে !

টয়লেট সাফ্ করা , চিকেন কাটা , কবরখানার পাহারাদার ইত্যাদি । বাড়িটি অনেক পুরনো । যখন কিনতে যায় তখন এক ভদ্রমহিলা তার ব্যাক্তিগত খবর দিতে শুরু করে । এজেন্ট বলে :: উনি খুব দু:খ পেয়েছেন এটা বিক্রি করতে হচ্ছে বলে কিন্তু উপায় নেই । ওর মা খুব অসুস্থ আর তার বয়স ১০০ বছরের ওপরে । উনি ইউরোপে থাকেন । তার সেবা করার জন্য মালকিন্ ইউরোপে চলে যাবেন । তাই বাড়ি বেচে দিচ্ছেন ।

অতিরিক্ত পার্সোনাল জিনিস বললে জয় যেন কিছু মনে না করে । জয় তো ভারতীয় কাজেই ব্যাক্তিগত আলাপ প্রলাপে ভালই অভ্যস্ত তাই ওর মন্দ লাগেনি মহিলার মানে মালকিনের কথাগুলো । **পরে তো গুপ্তধন পেলো !**

**১৫ মিলিয়ন তার মূল্য ; এখনকার বাজারে ।**

সৎ এই যুবকটি , সরকারকে এই অর্থ ফেরৎ দিতে চাওয়ায় , সরকার বাহাদুর খুশি হয়ে ওকে সাত মিলিয়ন দিয়ে দেন ।

কাজেই এখন জয় একজন ধনী মানুষ । দারিদ্র্য তার কাছে অতীত । সে এখন অনেক কিছুই করতে সক্ষম যা এই জন্মে আর পারবে বলে মনে হয়নি ।

ভারতে ফিরে যায় জয় । সেখানে এক স্কুল খুলেছে যেখানে শৈশব থেকে মানুষের বাচ্চাদের -হরিণ ও রাজহাঁস করা হয় ।

আর গাঢ় সন্ধ্যা নামলে জয় , নারীদের খনন করে ।

ওদের  দৈহিক গভীরতা ও সৌন্দর্য্য নিয়ে গবেষণা করে । ওর প্যাশান হল নারীর বক্ষ সৌন্দর্য্য নিয়ে গবেষণা করা । মেয়েদের ব্রেস্টের ছবি ক্যামেরাবন্দী করে তারপর নিজের একটি প্রাইভেট ঘরে বসে, বড় স্ক্রিনে সেই ফটোগুলি ফুটিয়ে তোলে । বিভিন্ন মেয়ের রকমারি স্তনের চিত্র ! ছাগ স্তন , ফোটা পদ্মের মতন স্তন আবার পানপাতার মতন স্তন ।

বিয়ে তো করেনি কোনোদিনই । কাজেই বাধা দেবারও কেউ নেই । নারী দিবস টিবস নিয়েও ওর কোনো কৌতুহল বা মাথাব্যাথা নেই । কারণ নারীরা ওর কাছে অপ্সরার নামান্তর মাত্র । ওরা কেবল শয্যায় থাকবে । মাটিতে নামলে রেশমের কাপড়ে হাঁটবে । দ্বৈত জীবনে অভ্যস্ত জয় অনেক সময় মেয়েদেরকে নিজ চিন্তায় ধর্ষণ করে । তবে ওর সবসময় রূপসী মেয়ে চাই ।

কুশ্রীরা ওর দুনিয়ায় ঠাঁই পায়না ।

কেউ প্রশ্ন করলে বলে :: আরে ভায়া , চাঁদেরও তো কলঙ্ক আছে । কোমল লতাদের, কমল রূপে পেতে চাওয়া-- এই ক্ষুদ্র অংশটা আমার জীবনে নামমাত্র কলঙ্ক । আমি মদ , গাঁজা , চরস্, সিগারেট কিছুই খাইনা । না ব্রথেলে যাই !

এরা সবাই আমার গার্লফ্রেন্ড । শুধু ইদানিং ওদের সংখ্যাটা একটু বেশি হয়ে গেছে । ক্রীড়া শেষে আমি সবাইকে একটা করে লেবুপাতার ওড়না প্রেজেন্ট করি । সুগন্ধে ভরে ওঠে ওদের নির্মল মন ।

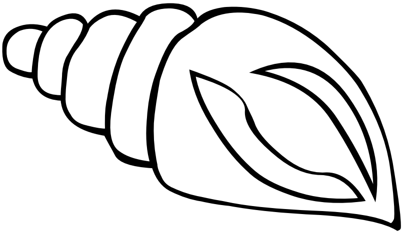

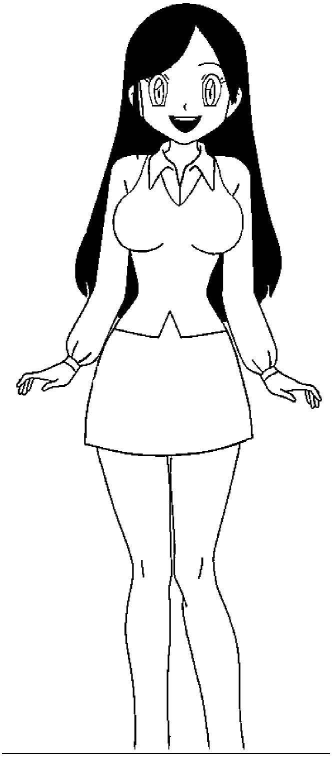

# আন্দোলন

নানান আন্দোলনে দেশ ছাড়ে প্রগতি পান ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে মগজ ধোলাই করেছিলো যেই ছাত্রছাত্রীরা, তারা এখন অনেকেই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত । শুধু প্রগতির মতন কিছু বোকা যুবক যুবতী, পথভ্রষ্ট হয়ে জীবন কাটাচ্ছে ।

প্রগতি ফিজিক্স নিয়ে পড়তো । প্রিয় বিষয় ছিলো আলো । অপটিক্স্ । পরে নানান গবেষণা করে একটি নকল সূর্য তৈরি করতে সক্ষম হয় । যেই দেশে পালিয়ে এসেছিলো রাজনীতির খেলায় , সেই দেশ একটি ক্ষুদ্র বরফে ঢাকা দেশ । এখানে খুব শীত পড়ে । বরফের প্রাসাদ আর মিউজিয়াম আছে ।

একটা সূর্য- তাও মাত্র দিনের কিছুটা সময় আলো দেয় । দিনে, অনেক সময়ই আঁধার থাকে । কখনো কখনো গাঢ় অন্ধকারও ।

পাহাড়ে ঘেরা এই দেশ, যথেষ্ট রৌদ্র রং-এ ভাসেনা বলে লোকের দেহে নানান চর্মরোগ দেখা দেয় । লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম হওয়ায় , এখানে কেউ বিজ্ঞানের গবেষণায় টাকা ঢালে না ।

প্রগতি পান ; জীবনের জলপান করে বুঝেছে যে সুযোগসন্ধানীরা চিরকালই থাকে শুধু তাদের জালে না ফাঁসলেই চলে যায় ।

আবার কিছু কিছু ঘটনা , জীবনে কেন ঘটে আর পরে কেন সেই নেগেটিভ ঘটনা থেকে পজিটিভ বার হয় সেটাও গবেষণার বিষয় । এই যেমন তার নিজের জীবন ! রিসার্চ করে নকল সূর্য বার করেছে ওরা যার প্রধান মাথাটা ওরই ।

এই সুর্য এখন সবচয়ে উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় বসানো হবে আর ইচ্ছে অনুযায়ী অন্ আর অফ্ করা যাবে !

অতিরিক্ত বরফ আর শীতল বাতাসকে কাবু করতে সক্ষম এই নকল সূর্যের নাম সোলার ।

**সোলারের চমক ও চমৎকারে হয়ত বাসিন্দাদের চর্মরোগও নির্মূল হয়ে যাবে ! কে জানে ?**

**প্রগতির নাম, তার বাবা এমনধারা রেখেছিলো এইজন্য যে সে সমাজের প্রগতিতে অংশ নেবে । আন্দোলনে যখন নামলো তখন লেখাপড়া গোল্লায় গেলো । শেষে বাজে একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশান শেষ করে -তবে ফার্স্ট ক্লাস পায় ।**

পরে এই অতি শীতল দেশে এসে ঘাঁটি গেড়ে বসে । এখানে ঠান্ডার ভয়ে বেশির ভাগ দোকানপাট , অফিস , কাছারি সব মাটির নিচে । এমন কি অনেক বাসও মাটির নিচ দিয়েই যায় ।

আজ পর্যন্ত কোনো বাঙালি এখানে এসে টিঁকতে পারেনি । প্রগতি এখানেই আছে , বহুবছর । কারণ তার আর উপায় নেই । শালগম আর মাংসের চাঁই খেয়ে খেয়ে পেটে চরা পড়ে গেছে ।

এখন নকল সূর্যের কারণে হয়ত কিছু সতেজ সবজি ও ফলমূল পাবে ওরা , নিয়মিত । চাষবাস হবে পুরোদমে ।

আন্দোলনে সত্যি বুঝি প্রগতির জয়-বিজয় হয়েছে ।

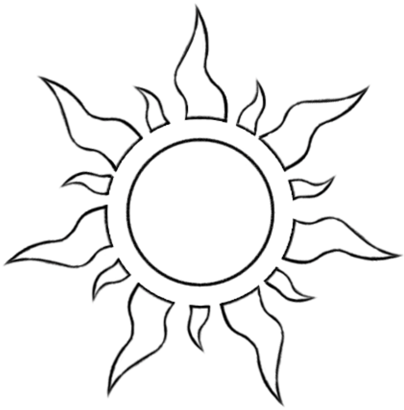

# কবর

এই পরবাসে কেউ মারা গেলে তাকে সাধারণত: কবর দেওয়া হয় । তাই সবাইকেই নিজের কবরের জন্য জমি কিনে রাখতে হয় । যারা নিতান্তই গরীব তাদের অনেকের সমস্যা হয় ।

এরকমই এক মানুষ লিয়াম সেনশর্মা । স্ত্রীর অকাল মৃত্যুতে মনে দু:খ বাড়ে । শেষে কোনো কাজেই উৎসাহ পেতোনা ।

দিনের পর দিন কাজ না করে করে বেকারত্বের কবলে পড়ে লিয়াম । শেষে বুদ্ধি বার করে । কবরখানায় ; প্রতিটি কবরের ওপরে ফুল দিয়ে যায় প্রিয়জন । এছাড়া রাস্তায় কারো দূর্ঘটনায় মৃত্যু হলে, পথপাশে ফলকেও পুষ্পস্তবক দেয় মানুষ । কেউ কেউ রোজ, কেউবা বছরের কয়েকদিন ।

এইসব ফুল সংগ্রহ করে লিয়াম, টাংস্টেন ক্রিক নামক নদীপাড়ে বসে বিক্রী করে ; অনেক কম দামে । এখানে পুষ্পস্তবকের খুব দাম । লিয়াম অনেক কম টাকায় দেয় তাই রোজকার স্টক রোজই ফুরিয়ে যায় ।

**এখন লিয়াম মোটামুটি স্বচ্ছল ! খুব শীঘ্রই নিজ কবর দেবার জন্য, জমি কিনবে বলে স্থির করেছে !**

# রিম্

ভারতে থাকতে খোল বাজাতো রিম্ গর্গ । উত্তর ভারতের মেয়ে, রিমের বাবা ছিলেন তবলাবাদক । ছেলেবেলা থেকেই মেয়েকে খোল বাজাতে শেখান । ভালো বাজনার হাত রিমের ।

মেয়ে খোল বাজিয়ে হিসেবে- অনেক জায়গায় নিজ শিল্পকলা প্রদর্শনের ডাক পেতো । এইভাবেই বড় বড় শহরে ঘোরা ।

অনেক বড় শহরে, সারাটা জীবনই কাটিয়েছে রিম্ গর্গ ।

কিন্তু ইদানিং বড় শহরকে ওর প্রাণহীন মনে হয় । যারা ওর বাজনার ভক্ত তাদের মধ্যে অনেকেই যেন প্রশংসা করার জন্য করে । অনেকে এরকমও বলে যে খোল বাজানো কারো পেশা হতে পারেনা । অনেক মানুষ মেকি হাসি দিয়ে সই চায় !

মনের শান্তির জন্য রিম্ আজকাল ছোট শহরে থাকে । সবাই সবাইকে চেনে । মুখের হাসি নির্মল এখানে , কড়ি দিয়ে কেনা নয় । রিমের হৃদয়ে মিঠে পরশ লাগে । অবশ্য খোল বাজানোর সেরকম ডাক আসেনা আর । এখানে লোকসংখ্যা অনেক কম । **কেবল সন্ধ্যায় রাধামাধবের মন্দিরে খোল বাজায় ।**

লোকে, হা করে চেয়ে থাকে । সুরেলা বাজনার অবসরে রিম্ একটি সেকেন্ড হ্যান্ড বইয়ের দোকানে কাজ করে । সেখানেই খোল সম্পর্কে অনেক তথ্য পড়েছে । কবে প্রথম খোল আবিষ্কার করা হয় , কতরকমের খোল হয় , আধুনিক খোল

কেমন ও তার নাম কী , ইস্কনে কেমন ধরণের খোল ব্যবহৃত হয় , খোলের শব্দে বাতাস শুদ্ধ হয় । **কিছু নকল ব্রাহ্মণের কুক্ষিগত বেদের পরশ থেকে বাঁচতে কৃষ্ণভজনা শুরু হয় প্রবলভাবে ।** সেখানে খোলের আওয়াজে যেন নেচে ওঠেন কৃষ্ণ কান্হাইয়া ও শ্রীরাধে । সমাজের যে কোনো মানুষ এসে সেই আনন্দ লহরীতে ভাসতে পারে । জাতপাত নিয়ে কেউ প্রশ্ন করেনা । ভক্তিরসে মাতাল, এইসব উচ্ছ্বল মানুষের বড় ভরসা **উত্তাল খোল !**

এতদিন রিম্ শুধু বাজাতেই জানতো । আজ থেকে সে খোল বিশারদ্ হয়ে উঠছে , প্রাচীন ও আধুনিক নানান পুঁথি পড়ে , এই ক্ষুদ্র জনপদ বা ছোট শহরের বাতিল বইয়ের দোকানে বসে । খোল কেবল পেশা নয় রীতিমতন নেশা হয়ে উঠছে তার!

**জ্ঞানাগ্নিতে পুড়ে আবার নতুন রূপ নেবে রিম্ গর্গ ।**

**সেই খোলের খোলসে, মানে টেরাকোটা ছালেই । রিম্ গর্গ, গর্গ থেকে হবে এবার গাগরি , হিরণ্য- গর্ভেই ।**

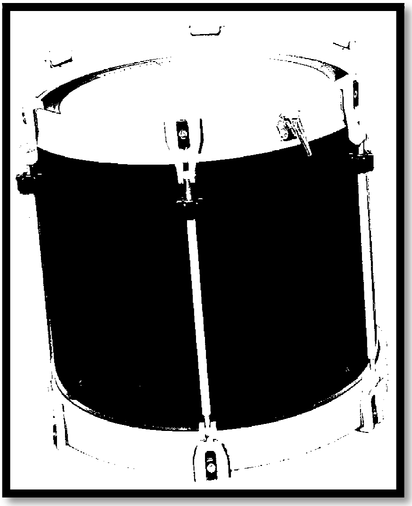

# স্বাতীলেখা

স্বাতীলেখাকে লোকে লেখা বলেই ডাকে । লেখা কৈশোর থেকেই খোলামেলা । স্বাধীনচেতা । প্রথম সন্তান যখন হয় তখন তার বয়স মাত্র ১৫ । ভালো করে হয়ত নারী শরীর তৈরিই হয়নি । ওর বয়ফ্রেন্ড শুভেন নিজেও তখন কিশোর ।

ভারতীয় সমাজে এই শিশুর ভবিষ্যৎ অনাথালয় ।

কাজেই সে সেখানেই মানুষ হতে শুরু করে ।

লেখার মা অবশ্য খুবই মুক্তমনা ছিলো । বলেছিলো :: মা হতে গেলে তোমার বিয়ে করার দরকার নেই ।

ওর মা দেদার সিগারেট খেতো আর নাটক করতো । বাবাও নাটক করতো তবে পরের দিকে শুধু চাকরি করতো টেলিফোন অফিসে । এই ভদ্রলোক এতই সৃষ্টিশীল ছিলো যে রোজ অফিস থেকে ফেরার সময় স্টেশানের ধারে ; এক পরিত্যক্ত মালগাড়ির কেবিনে বসে বসে অদেখা কোনো খালাসির হাতে গরমাগরম চা পান করতো । সেই চা-ওয়ালাকে কেবল লেখার বাবা হংসরাজই দেখতে পেতো । আর শুধু চা খেতো না গল্পও করতো ।

**অনেকে বলতো যে ঐ খালাসি নাকি হংসরাজের বিবেক !**

লেখার মা যুথী ; অত্যাধুনিক মহিলা হলেও সমাজের কথা ভেবে হয়ত বাচ্চাটাকে ত্যাগ করতে পরামর্শ দেয় ! মাতৃত্বের স্বাদ তো পেয়ে গেছে লেখা, আর কি চাই ?

বেটার লাক্ নেক্সট্ টাইম !!

অনেক পরে স্বাতীলেখা, এক সরকারি অফিসারকে বিয়ে করে ।

ওরা নি:সন্তান । সেই অফিসারের একমাত্র সহোদরা পিয়ালি পেশায় উকিল । যথাসময়ে পিয়ালি বিয়ে করে । কিন্তু ওরাও নি:সন্তান । অবশেষে ওরা এক ছেলেকে দত্তক নেয় । ছেলেটিকে কেউ নিতো না । অনেক ক্লায়েন্ট এলেও ওকে কেউ পছন্দ করতো না । কাজেই অনেক বয়স তার । প্রায় ১৬ বছর । পিয়ালি একটু ধান্দাবাজ । ভেবে দেখলো যে একেবারে শিশুকে আনলে তাকে মানুষ করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে । একটু বড় কাউকে আনলে সেই সমস্যা নেই ।

একটা বাচ্চাও থাকবে আর বেশি সময় তার জন্য খরচ করতে হবেনা । কাজেই এই কিশোরটিকেই কোলে তুলে নেয় ।

ছেলেটি দেখতে লেখার মতনই আর এসেছেও সেই আশ্রম থেকে যেখানে লেখার মা ও বাবা তাকে দিয়ে এসেছিলো ।

এখন সন্তানহীনা স্বাতীলেখা পূর্ণকুম্ভের মতন ভরে উঠেছে । রায়বাঘিনী , ননদিনীর পালিত পুত্রের স্পর্শেই ।

কেবল সবাই বলে : **আশ্চর্য ঈশ্বরের লীলা ! একে দেখতে পুরো বৌদির মতন !**

# সিঁড়ি

তিশি নামক এক জাতের তন্তু দিয়ে পোশাক বানায় অনেকে । এই তন্তু সহজে নষ্ট হয়না । কাজেই জামাকাপড় বহুদিন অবধি ভালো থাকে । মধ্যবিত্তের বড় ভরসা এই তিশি ।

**হালুং গাছের ছাল দিয়ে এই তন্তু তৈরি হয় ।**

বিশেষ মেশিন ও মানুষের কেরামতিতে অনেক কারখানায় আজকাল এই ফাইবার বানানো হয় । ইস্ত্রির ঝামেলা নেই । ফাইন আবার মোটাও একইসাথে ।

**দামও কম থাকে, সহজলভ্য বলে ।**

এই তিশি প্রযুক্তি বিশারদ্ হানিফ কাজ করে নিচু পোস্টে । প্রায় অবসর নেবার সময় এসে গেছে কিন্তু হানিফের উঁচু পদে ওঠার কোনই সম্ভাবনা নেই ।

তার থেকে অনেক অনেক জুনিয়ার ছেলেপুলেরা, যারা হানিফকে কাকাও পর্যন্ত বলে থাকে তারা সবাই অনেক উঁচুতে উঠে গেছে । হানিফ বিষাদে ভোগে । ভেতরটা শুন্য মনে হয় তার ।

**লেখাপড়া করে যে, মোটরগাড়ি চড়ে সে এই বাণী আজকাল রসিকতা মনে হয় ।**

আসলে হানিফের গায়ের রং কালো । অন্যরা সবাই হলদেটে ও সোনালী । হয়ত তাই হানিফের কর্মক্ষেত্র এখন মেঘে ঢাকা তারা । তাই তিশি তন্তুর কার্যকলাপও ধীরগতিতে চলে ।

**আর শুধু তাই নয় , এখানে হলদে ও সোনালী মানুষের সন্তানেরা বেশি নম্বর পায় , নানান ক্ষেত্রে চান্স পায় বেশি আর প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পায় ।**

তবে এইসব মানুষের বরণ সোনালী ও হলদে হলেও তাদের মাথার ভেতরটা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ । ডার্ক ম্যাটারের ভরা । উজ্জ্বল মস্তিস্কের হানিফ ; বাতিলের তালিকায় আছে বলেই বোধহয় কারখানা এক জায়গায় আটকে আছে । ব্যবসা স্রোতে জোয়ারের পরশ নেই , চারিদিকে কেবল ভাঁটা আর ভাঁটা ।

**স্বরচিত এই মহাসমুদ্রে.......**

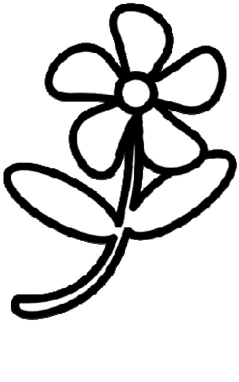

# নীলাক্ষী

নীলাক্ষী অথবা নীলা মারা যাবার পরে ওর স্বামী পিটার খুব ভেঙে পড়ে । অকালে চলে গেলো নীলা !

একসাথে দুজনে কলেজে পড়েছে । চাকরিও একই অফিসে করেছে । একটা মেয়ে আছে ওদের । তার নাম মৈত্রেয়ী ।

ছোট্ট মৈত্রেয়ী এখন দাদু-দিদুর কাছে মানুষ হচ্ছে ।

নীলাক্ষীর বাবা ও মা খুব দরদী মানুষ । মায়াবী মানুষ ।

কাজেই নাতনিকে বুকে তুলে নিয়েছেন ।

পিটার এখন কাজের পরে, সারাটা সময় সেইসব জায়গায় ঘোরে না যেখানে ও আর নীলা বেড়াতে যেতো কিংবা খেতে যেতো । **এখন পিটার ঘুরে বেড়ায় সমস্ত গ্রসারি স্টোরে ।**

সবজি কেনাবেচা দেখে । কিছু কিছু কেনে । কিছু কিনে দান করে দেয় কোনো সংস্থায় । কারণ এইসব গ্রসারি শপে গেলেই ওর নীলার কথা ভীষণ মনে পড়ে । নীলা এইসব স্টোরে ঘুরে ঘুরে, নানান সবজি কিনে ওকে স্যালাড করে দিতো । স্বাস্থ্যের কারণে ওকে স্যালাড খেতে বলেছিলো ওদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান । যখন সময় পায় তখনই পিটার সোজা গ্রসারি

স্টোরে ঢুকে পড়ে । শুরু হয় বিভিন্ন সবজি কেনা । সবজি চয়ন । দোকানি জানতে চায় বাড়িতে পার্টি আছে কিনা- ওর কেনার বহর দেখে । কেউ কেউ আবার আরো এক ধাপ এগিয়ে বলে :: এত ঘনঘন পার্টি দাও নাকি হে তুমি ? খুব রসিক তো বটে !

ওরা জানেনা যে গ্রসারি শপ্ পিটারের কাছে -একটা স্মৃতি মাখা বেদী । যেখানে শ্বেতপাথরের বদলে আছে মোম জোছনা ।

বিবাহ বার্ষিকী আর জন্মদিনে ও নীলাক্ষীকে সবজি খেতে দেয় । কেক কিংবা মিষ্টি নয় । আর বেলুনের বদলে ঝুলিয়ে দেয় লেটুস্ , পালং অথবা জুকিনির স্লাইস্ । কিংবা বক্ চয় , চাইনিজ ক্যাবেজ ও অ্যাস্পারাগাস্ ।

এসবই ; নীলাকে খুশি করবে ভেবে ।

কতনা গ্রসারি শপে ঘুরে, নীলা নানান স্যালাডের জিনিস সংগ্রহ করতো ওকে বানিয়ে দেবে বলে !

শুধু ওরই জন্য নানান ব্যস্ততার মাঝে বিভিন্ন শাকপাতা জুটিয়ে পুষ্টিকর খাবার বানাতো নীলাক্ষী ।

**পিটারকে সবসময় টাট্‌কা ও জীবন্ত দেখার জন্য ।**

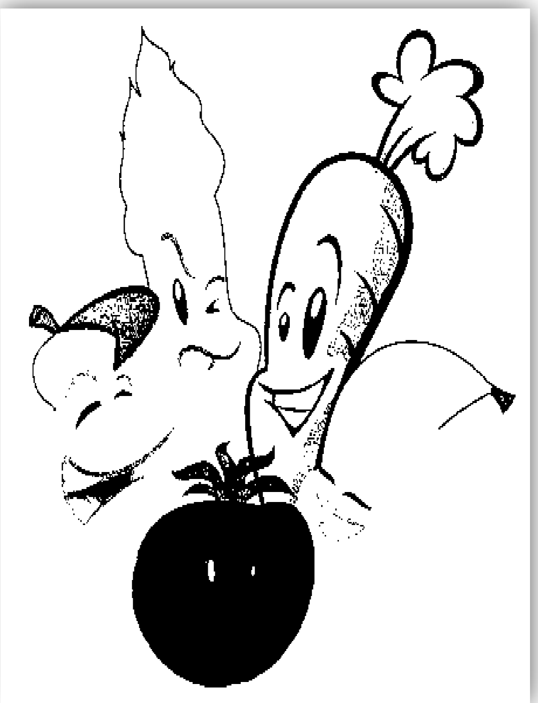

# জটা

প্রফেসর শশধর সান্যালের মাথায় বিশাল জটা। চুলগুলো লাল হয়ে গেছে । চ্যাটচ্যাটে চুলে কয়েকটা মাছিও বুঝি আটকে আছে ! ভদ্রলোক ইংলিশ পড়ান। আগে একটি স্কুলে পড়াতেন আর এখন সিকিমের এক কলেজে পড়ান । কলেজের নামটা ভারি সুন্দর ; রাঙামাটি । কোনো বাঙালী সমাজসেবক এই কলেজ তৈরি করেন --হয়ত তাই এরকম মন ভোলানো নামখানি ।

শশধরের স্ত্রীও আছে । জটাধারী এই শিক্ষকের প্রেমে, এই নারী কি করে মজলো তাই নিয়েও অনেক গল্পকথা বাজারে চালু আছে।

**শশধর , নিপাট ভালোমানুষ আর উচ্চ বংশজাত ।**

বিদেশে বেড়াতে গিয়েছিলো কৈশোরে । নিজের দুই বোন কল্পিতা ও শিল্পিতার মাথায় স্কুল থেকে আনা ভয়ানক উকুন দেখে দেখে শশধর স্থির করে যে বড় হয়ে এমন কিছু করবে যাতে মেয়েদের এই সমস্যা থেকে মুক্ত করা যায় । বিদেশে বেড়াতে গিয়ে যখন চুল ছাঁটতে যায় তখন সেখানে দেখে যে lice outbreak, lice infestation যাই বলো না কেন তারজন্য এমন মানুষও আছে যারা মাথার প্রতিটি উকুন বেছে

তুলে দেবে । অনেক সময় নাকি এইসব উকুন মানুষের দেহেও ছড়িয়ে পড়ে । কাজেই সাবধানতা অবলম্বন করাই শ্রেয় ।

**এসব দেখে শুনে শশধর বা শর্টে শশী ঠিক করে যে বড় হয়ে সে উকুন বিশারদ হয়ে উঠবে ।**

উচ্চবংশের সন্তান সে । বংশমর্যাদা রাখার দায়িত্ব তার অনেকটাই আছে তাই বাড়ির লোকেরা সম্মতি দেননা ।

বিশেষ করে বাবা ও কাকারা ওর মাথা কামিয়ে ওকে কয়েক মাসের জন্য গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়, যাতে টাট্‌কা বাতাসে ওর মতি ফেরে ।

কোনো উপায় না দেখে শশী লেখাপড়ায় মন দেয় ।

অনেক গবেষণা করে । ইংলিশে ডক্টরেট করে । প্রিয় বিষয় ছিলো পত্রসাহিত্য । মনের কথা খুলে বলার জন্য চিঠির বিকল্প কিছু নেই । চিঠিতে মানুষ নিজেকে মেলে ধরে ।

পরবর্তীকালে শশী বিদেশে গিয়ে আরো পড়াশোনা করে । একটি বই লেখে যার নাম দিঠি । চিঠি নিয়ে বই । বড় বড় লোকেদের চিঠি কতনা মিলিয়ন ডলারে নিলাম হয় ! সেও এক সাহিত্য বটে !

মানবসমাজের সর্বশেষ ডিগ্রী যা অর্জন করা সম্ভব তা করে প্রথমে স্কুলে ও পড়ে কলেজে পড়াতে শুরু করে ।

কিন্তু উকুন বিশারদ হবার বাসনা মেটেনি আর পরিবারের চাপের কাছে মাথা নত করেছে এই বিষয়গুলি মনঃপীড়ার সৃষ্টি করতো । তাই মাথায় বিশাল জটা বানিয়ে বংশমর্যাদাকে কিঞ্চিৎ ক্ষীণ

করতে উদ্যত হয়েছে । কেউ কিছু বলেনা কারণ আজ সে শিক্ষক । ডিগ্রীও অনেক আছে । শুধু জটাটি যদি না হতো তাহলে ভালই হত কিন্তু সবকিছু তো একসাথে পাওয়া যায়না !

আর শশীও তার নির্মল চাঁদবদনের ওপরে এই তেলচিটে্ , লালচে , শক্ত ও বটগাছের ঝুরির মতন জটাখানি সাজিয়ে দিব্যি আছে । যেন পরিবারের লোকের মুখ সদাই কষে থাপ্প্ড় মারছে । মুখে অবশ্য বলে :: **হয়ত কখনো এই জটাধারীকে দেখে আমার বাড়ির মানুষের মতি ফিরবে । কোনো বংশধরের ঘাড়ে, ওরা নিজেদের ইচ্ছের বোঝা চাপাবে না আর । মুক্ত বাতাসে পরবর্ত্তী প্রজন্মকে বাঁচতে দেবে । জীবন ইটার্নাল কাজেই চয়েসও ইটার্নাল হোক্ ! নবকুঁড়িদের গুরুত্ব দেবে, তাদের ভালোবাসবে আর শ্রদ্ধাও করবে ; জীবন যাপনে নতুনত্ব আর চিন্তায় অত্যাধুনিক ধারা নিয়ে আসার জন্য ।**

# বার্বিকিউ ও বনভোজন

মতিলাল পান অস্ট্রেলিয়ায় আছেন অনেকদিন। এখানেই বিয়ে-শাদি করেছেন। স্ত্রী গত হয়েছেন কয়েক বছর হল। ছেলেমেয়েরা যে যার নিজের জীবনে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে নাতিনাতনিরা আসে, দাদুর কাছে। ওদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

অবসর সময় একাকীত্বে ভোগেন। দেশে ফিরে যাবার কোনো উপায় নেই কারণ সেখানে আর কেউ নেই। যারা আছে তাদের সাথে যোগাযোগ নেই।

দীর্ঘদিন ডাক বিভাগে কাজ করা মতিলাল যখন ওদের **সিইও**

হন তখন অনেক কাজ করেছেন। খ্রীস্টমাস ও ইস্টারের সময় নিজে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে চিঠি-চাপাটি বিলিও করেছেন। সেই সময় ডাকের চাপ থাকে আর কর্মী সংখ্যাও অনেক কম তাই।

**যত বয়স বাড়ছে তত মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন।** আজকাল মনে হয় :: সব শেষ হয়ে গেলো বুঝি। ভেতরে একটা মহাশুন্যতা থাকে। স্ত্রী, এস্থারের মৃত্যুর পর আরো একা

লাগে । ছেলেমেয়েরা ওঁকে খুবই ভালোবাসে । ওরা বলে যে **মতিলালই সেরা পিতা ; দুনিয়ার ।**

মতিলাল কোনোদিন পত্নীর সাথে ঝগড়া করেন নি । একমাত্র ফাইট হত যখন ছেলেমেয়েরা অবাধ্যতা করতো । ওদের কঠোর নিয়মের মধ্যে রেখে মানুষ করেছিলেন । তবে বন্ধুও ছিলেন । ওরা নিজেদের রিলেশানশিপ্ নিয়েও বাবার সাথে আলোচনা করতো, নানান মতামত নিতো ।

**মতিও অত্যন্ত সাবলীলভাবে মতামত দিতেন ।**

**-আমার মনে হয় তোমার ফ্লার্ট করাটা ঠিক হচ্ছে না, মেয়েটি সিরিয়াস্ অথবা তোমার বয়ফ্রেন্ডকে এখনই বিদায় না করলে বিপদে পড়বে ইত্যাদি ।**

এহেন মতিলালের ইদানিং সময় কাটেনা । একা লাগে । চাকরি জীবনের কথা মনে পড়ে ।

**অস্ট্রেলিয়া ; বার্বিকিউ এর জন্য নামী ।** এখানকার বার্বিকিউ অতি উপাদেয় । তাই মতিলাল আজকাল পথের ধারে বার্বিকিউ করেন-- সপ্তাহের প্রথম তিনদিন ফ্রিতে দেন বাকি তিনদিন পয়সা নিয়ে বিক্রি করেন ।

রবিবার কাজ করেন না । সেদিন সারাদিন নদী কিংবা লেকে নিজের নৌকো নিয়ে ভেসে বেড়ান । সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের ছবি ক্যামেরাবন্দী করেন ।

প্রতিদিনের সূর্য না দেখলেও রবিবারের রবি- ওঁর মনকে আনন্দে ভরিয়ে দেয় । মেঘলা দিন হলেও সেদিন লেকে ভাসবেনই ।

জীবন ফুরায় না, নিজে ফুরিয়ে গেলেও । তাই বুঝি আবার ব্যস্ততায় ফেরেন মতিলাল । গোধূলির লাল আভা মেখে ।

মতিলালের সন্তানেরা সবাই ওঁকে নিয়ে মাঝে মাঝে বনভোজনে যায় । সেখানেও মতি বার্বিকিউ করেন ।

এক ব্যাক্তি , তার নাম হরিয়ালি পান্ডা । পান্ডা ; মানুষের বাগানে চড়ে বেড়ানোর জন্য নিজের ছাগল ভাড়া দেয় । এই ছাগলেরা ঐসব বাগানে ঘুরে ঘাসপাতা খেয়ে নেয় তাতে করে বাগান সাফ করার ঝামেলা থাকেনা । আজকাল পান্ডা এসে

মতিলালকে সাহায্য করে । মতির বাগানের জন্য সে নিজের ছাগলের পাল ভাড়া দেয় না । ফ্রিতে দেয় ।

সারাদিন পর, পশুরা বাড়ি ফেরে । আর পান্ডা তখন মতিলালের বার্বিকিউতে সাহায্য করে ঘরে ফেরে ।

**আস্তে আস্তে এই কর্মকান্ডও বেড়ে ওঠে ।**

পান্ডা একদিকে ছাগল আর অন্যদিকে বার্বিকিউ করে সময় কাটায় । পান্ডাই এখন বার্বিকিউ কান্ডের পান্ডা !

**মতিলাল এখন ছাগল চড়ায় , মোটা কড়ির বদলে ।**

**পান্ডা মাংস পোড়ায় । মতিলালের সন্তানেরা এসে ভক্ষণ করে ।**

**পরে কখনো ওরা সবাই মিলেমিশে ছাগলের মাংস কেটে, বার্বিকিউ করে , বনভোজন সারে ।**

একটি সংস্থা, ক্যান্সারের মেট্স্ ( ছড়িয়ে পড়া ) বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থা করছে । অনেকদূর এগিয়েছে রিসার্চ । ব্রেস্ট ক্যান্সার দিয়ে শুরু হচ্ছে- অন্যান্য **ডিএনএ** কেও কায়দা করা যাবে বলেই ধারণা , গবেষকদের । মতিলাল ওদের পলাশে , লাল আবীর যোগায় । **মতিলাল বৃদ্ধদের ক্লাবে যায়না, কর্মে ও যৌবনে বাঁচে । মতিলাল ওদের লাল লাল মাংস সরবারহ করে, ফ্রিতে ।**

Information ::: Barbeques Galore is joining forces with cancer charity **Cure Cancer Australia** for **BARBECURE** - an initiative that invites Australians to turn their next healthy barbeque into a BARBECURE to help raise funds for Cure Cancer Australia, a charity dedicated to funding early-career cancer researchers and enabling critical research grants.

# THE END